

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كُرِّمُوا

“আর নিচয়ই আমরা কুরআনকে উপদেশ
এহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজ
করে দিয়েছি।” (সূরা আল কমর: ১৮)

قَاعِدَةُ
يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ
কায়দা
ইয়াস্সারনাল কুরআন

প্রকাশনায়:
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
বাংলাদেশ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كُرِّمُوا

“আর নিশ্চয়ই আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ
রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি।” (সূরা আল কমর: ১৮)

قَاعِدَةُ
يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ

কায়দা
ইয়াস্সারনাল কুরআন

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كُرِّمُوا

কায়দা
ইয়াস্সারনাল কুরআন

এছুম্বত্তি | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশক | আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

উর্দু মূল | হযরত পীর মণ্ডুর মোহাম্মদ

ভাষান্তর | মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

প্রথম বাংলা অনুবাদ | ১০ জুলাই, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

অষ্টম বাংলা সংস্করণ | মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণ | ইন্টারকন এসোসিয়েটস্

৮৫/এ, নিউ আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Qā‘idah
Yassarnal Qur’ān

কায়দা

ইয়াস্সারনাল কুরআন

By Pir Monzoor Muhammad

Translated into Bangla by
Mohammad Mutiur Rahman

First Published in Bangladesh in 1991
Eighth reprint in Bangladesh in 2019

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama’at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© Islam International Publications Ltd., U. K.

ISBN : 978-984-991-134-0

ভূমিকা

পরিত্র কুরআন মজীদ শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া এক মহা কল্যাণের উৎস। মহানবী (সা.) বলেছেন :-

خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষাদান করে। বহুদিন থেকে আমাদের দেশে কায়দা ইয়াস্সারনাল কুরআনের প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হয়ে আসছিল। আমরা আনন্দের সাথে এটির মূল পাঠসহ নোটের বঙ্গানুবাদ পেশ করছি। নোটের নিয়ম-কানুন মেনে চললে শিক্ষার্থীরা অনায়াসে ৬ মাসের মধ্যে আরবী ভাষা বিশেষ করে কুরআন মজীদ দক্ষতার সাথে পাঠ করতে সক্ষম হবে।

কায়দা ইয়াস্সারনাল কুরআনের উদ্দু নোটসহ মূল পাঠ রচনা করেন জামাতের একজন বিশিষ্ট বুয়র্গ কাদিয়ান নিবাসী হ্যরত পীর মুঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেব। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম বাংলা প্রকাশনায় নোটগুলো বঙ্গানুবাদ করেছেন মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব এবং মাওলানা আব্দুল আয়ীয় সাদেক, সদর মুরব্বী এর পাঞ্জুলিপি দেখে দিয়েছেন।

হ্যরত পীর মুঞ্জুর মোহাম্মদ সাহেবের ইন্ডেকালের পর এর সর্বস্বত্ত্ব সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের জন্য সংরক্ষিত। ওকালতে ইশায়াত, লগুনের মাধ্যমে তাঁর অনুমতি নিয়ে এটি প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তালা তাঁদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হ্যরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর অনুমতিক্রমে এই পুস্তকখানার প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হয় ১০ জুলাই, ১৯৯১। অষ্টম বাংলা সংস্করণে লগুন থেকে প্রকাশিত বইয়ের অনুসরণ করা হয়েছে। এ কাজে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ তালা উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।

মোবাশশেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তাৎ ২০ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

আরবী বর্ণমালা ও উচ্চারণ

উচ্চারণসহ আরবী বর্ণমালা নিম্নে দেয়া হল:

উচ্চারণসহ আরবী বর্ণমালা

(ডান দিক থেকে বামে)

ح	ج	ج	ث	ت	ب	।
হাঁ	জীম	সা	তা	বা	আলিফ	
س	ز	ر	ذ	د	খ	
সীন	যা	রা	যাল	দাল	খা	
ع	ظ	ط	ض	ص	শ	
‘আইন	য়া	ত্তা	যাদ	সাদ	শীন	
م	ل	ك	ق	ف	ঁ	
মীম	লাম	কাফ	ক্বাফ	ফা	গাইন	
ي	ء	ء	ঁ	,	ন	
ইয়া	হাম্যা	হা	ওয়াও	নূন		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

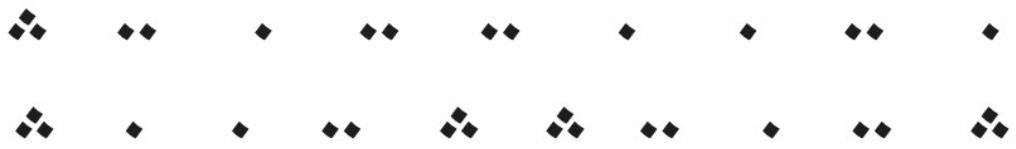
১ম পাঠ

নোক্তা

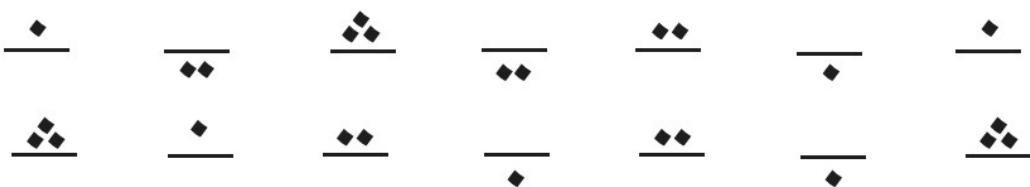
নিম্নে একটি নোক্তা দেখানো হলো। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শিশুদেরকে নোক্তাটি শেখাতে হবে।



ডান দিক থেকে গণনার নির্দেশ দিতে হবে। এখানে শিশুরা এক এক স্থানে কয়টি নোক্তা আছে তা পাঠ করবে।



শিশুরা ডান দিক থেকে লক্ষ্য করে দেখবে ওপরে কয়টি এবং নিচে কয়টি নোক্তা রয়েছে।



(যে শিশু সবেমাত্র পড়া শুরু করেছে তার জন্য এই প্রথম পাঠ খুবই জরুরী)

২য় পাঠ

একক বর্ণমালা

এ পাঠে, বর্ণমালা (অক্ষরসমূহ) শেখানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীকে ডান থেকে বামে প্রতিটি বর্ণকে উচ্চারণ করা শেখাতে হবে। পড়ার যে কোন পর্যায়ে সে যদি ভুল করে বা থেমে যায়,

যেমন- সে যদি ‘তা’ কে ‘বা’ পড়ে তাহলে তাকে বলতে হবে যে, এটি ‘তা’ কেননা এর ওপরে ২টি নোক্তা রয়েছে। এভাবে সে বর্ণের নামের সাথে আকৃতি শিখতে সমর্থ হবে যা খুবই দরকারি। অন্যথায় একজন শিক্ষার্থীকে নোক্তা বা তাদের অবস্থান সম্বন্ধে বলার প্রয়োজন নেই। সর্বদা তাকে প্রবাহ রক্ষা করে পড়তে হবে।

।	।	।	।	।
ব	ব	ব	ব	ব
<hr/>				
ত	ত	ত	ত	ত
শ	শ	শ	শ	শ
<hr/>				
জ	জ	জ	জ	জ
গ	গ	গ	গ	গ
<hr/>				
খ	খ	খ	খ	খ
হ	হ	হ	হ	হ
<hr/>				
ত	ত	ত	ত	ত
ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
<hr/>				
জ	জ	জ	জ	জ
ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
<hr/>				
র	র	র	র	র
ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
<hr/>				
।	ব	ত	শ	জ
ৰ	ৰ	ৰ	ৰ	ৰ

ز ر ز ز ر ز ذ ز د ز س
س ز س د س س ث س ز ذ

س ا د س ج ز ت ح د ب ز
خ س ش ش س ش خ ش ذ

ش ص س ص ص ش ص ا ش
ص ض ض ص ض ش ض ز ض

ا ب ت ث ج ح د ذ ر ز
س ش ص ض ض ش ص ش ض

ط ظ ظ ط ت ط ظ ط ظ ض ظ
ص ط ظ ز ض ذ ظ ط س ط ش

د ط ر ظ ع غ ع ع ط غ ظ
غ ض ع ص ع س غ ش ظ ص

ط ع ح ع غ خ غ ج ع ص
غ ض س ط ع ظ غ ف ف غ

ف ع ف ص ف ط ف ض ا ر
ف ب ف ت ف ث ش ز ف

ق ق ف ق ذ ق ع ق ت ق
د ظ ق غ ق ك ك ق ك ف

ك ك ط ك ع ب ظ ك ق ك غ
ك ك ف ع ق ع ص ق ض ا ك

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك

ل ل م م م ل م ك ل ق م
ن ن ل ن م ن ق ن م ل

ل م ن و و م و ن و ک و
 م و ھ ن ھ ل ھ و ھ م
 ھ و ھ ھ و ھ ھ و ھ
 ن ھ ل ھ م ھ ی ی ھ ن
 ی ھ ی و ی م ھ ک ل و ی
 م ل ھ ن ی و ل ی ن ھ و
 ی ج ز س ھ ع ح ٹ ش ھ ط ن
 ب م ی ت ق ف و ر ن ل ص
 ل د غ خ ن ض ذ ی ظ ل ا ک ء

نিম্নলিখিত লাইন ৩টি ধারাবাহিকভাবে সমস্ত আরবী বর্ণমালা সম্বলিত। যতক্ষণ
 পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতার সবগুলো মুখ্যত না হয় এগুলো বার বার পড়তে হবে।
 পরবর্তীতে এটি কাজে দিবে।

ا ب ت ث ج ح د ذ ر
 ز س ش ص ض ط ظ ع غ
 ف ق ك ل م ن و ھ ی

৩য় পাঠ

বুক্তাক্ষর

নিচে যা লেখা হয়েছে সেটিকে পূর্ণ শব্দ মনে করবে না বা শব্দ হিসেবে পড়বে না। যখন যুক্ত অক্ষর লিখতে হয় তখন অক্ষরের আকৃতিতে যে কিছুটা পরিবর্তন হয় তা এখানে বুঝানো হয়েছে। প্রায় সর্বক্ষেত্রে অক্ষরের ওপরের অংশটি হ্বহ্ব থেকে যায়। শিক্ষার্থীকে দেখাতে হবে যে, রেখার মাধ্যমে দু'টি অক্ষর কীভাবে সংযুক্ত হয়। ঐ রেখাটিকে “খতে ওসাল” বা সংযুক্ত রেখা বলে। যুক্ত অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে হবে যেভাবে ২য় পাঠে পড়ানো হয়েছে।

দ্রষ্টান্ত :- **جب** কে পড়তে হবে ‘জীম বা’

সংযুক্তকারী রেখা

জ জ জব জব জত জত জল

জস জশ জচ জপ জত জত

খ খ খব খত খ খ খ খ খ খ

খল খল খস খশ খশ খস খত

স সব সব সল সল সন সন সচ

শ শত শত শত শত শত শচ শচ

চ চব চব চল চন চন চন চন চল

ত তন তল তল তু চু পু তু তু তু তন

م من مط مظ مو مر مز طر ظز
ف فز فر فوق قرقز قوقط
ع ع عور عز غ غث غص

غق عق فق حق حك مك فك
 Flem حم عم قم سط شظ ضب

ل لم لض لت لر لو لز مل
جك خن خو سر شز صم مم

عك غن فث قت لس لق لج
سب مج مج سخ شه جج حخ

ي حي خي جي سي شي من مي لي
د ف د ط د ع د عذ طذ طن

ض د غذ غي لد مي مذ همه
فه له قه جد شه حذ عه طي

خص طس ضك ظش غض صت
غب قن ضظ قج فط ظغ عث

صذ ظي لم لك للك كم كوك
كه كد كذ هه هذ هد هو هس

هش هه ت هة سة سه جة
حه خة هة ت هة سه هه

صر كق ضة هظ كه هج هش
ف فف قف خف كص طه ظة

كن كن كركم كم كل حل لر لز
ا جا سا حا شا لش ما لم لو

خا لغ ها له لة عا لا كا كل
كل كا لا لل لد ضا لذ لا لـا

كَا لَا عَ عَ حَ حَ غَ لَغَ
 كِي صَفَ غَ غَ قَخَ هَخَ كَعَ مَغَ مَفَ
 هَذَ هَنَ صَذَ شَغَ غَهَ ظَةَ ةَهَ
 مَيَ غَالَعَ جَغَ حَفَ خَمَ لَكَ لَهَ

﴿ سُقْلَانُ الْأَسْبَابِ سَمْبَلِيتَ الْبَاقِيَّاتِ ﴾

কখনও কখনও সূচালু অগ্রভাগ সম্বলিত বাঁকা চিহ্নের উপরে বা নিচে নোক্তা দ্বারা কোন অক্ষরকে বুঝানো হয়। যদি কোন বাঁকা চিহ্নের উপরে একটি নোক্তা দেয়া হয় এবং তাহলে তা দ্বারা বুঝাবে ‘নূন’। তেমনই বাঁকা চিহ্নের নিচে একটি নোক্তা দ্বারা বুঝাবে এবং ‘বা’, বাঁকা চিহ্নের ওপরে দুই নোক্তা দ্বারা বুঝাবে এবং ‘তা’, বাঁকা চিহ্নের নিচে দুই নোক্তা থাকলে বুঝাবে এবং ‘ইয়া’, বাঁকা চিহ্নের ওপরে তিনি নোক্তা দ্বারা বুঝাবে এবং ‘সা’। একটি বাঁকা চিহ্ন কীভাবে অন্য অক্ষরের সাথে যুক্ত হয়েছে তা নিচে দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদাভাবে পড়তে হবে।

نُو بُو نِم بِم نِذ بِذ
 يِذ يِد تِد تِذ تِه تِز يِز يِه
 تِه تِه تِر بِر نِر يِر ثِر ثِع ثِغ
 ثِب يِت نِث تِث تِل ثِل ئِئ
 ئِئِج يِئِي تِي نِي بِي يِئِغ بِي
 بِنِبِتِبِتِشِنِي تِي شِبِنِشِي تِي شِي تِئِز
 قِعِف فِقِق غِفِغ عِغِف ئِغِغ

فَعْلَقَفْعَلْغَبَفْفَعْتَقَشِيفَيْئَعَ

فَبَعْتَغَثَقَنْفَمِيكَهَلْمَلْهَكَسَطَهَةَ
لَبَا لَتَا لَنَا لَكَا لَكُلَّ لَهَ لَلَّا مَلَوَ
حَلَمَ غَلَمَ عَلَرَ مَتِي قَثِي تَبِي فَلَا

বর্ণ প্রথমে, মধ্যখানে এবং শেষে ব্যবহৃত হলে তা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে

بَهْزَ لَبْرَ جَلْبَ هَعَا عَجَهَ غَحْسَ
تَغْدَ خَكْغَ سَتَعَ حَفْتَ فَخَذَ قَشْلَ
شَقْثَ ثَصَحَ ضَثْخَ طَسْجَ يَضْطَ
صَظْفَ كَطْشَ مَنْقَ نَمْصَ ظَيْمَ
ئَكَةَ هَئَنَ بَهْكَ لَبْضَ لَلَوَ نَتِي

৪ৰ্থ পাঠ

নিম্নে ৩ প্রকারের হরকত বা স্বরচিহ্ন শিখানো হচ্ছে -

- ১। ফাত্হা (যবর) — যা বর্ণের ওপরে ব্যবহৃত হয়।
- ২। কাসরা (যের) — যা বর্ণের নিচে ব্যবহৃত হয়।
- ৩। যাম্মা (পেশ) — যা বর্ণের ওপরে ব্যবহৃত হয়।

— — — — — — — —
— — — — — — — —

— ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

৫ম পাঠ

কোন বর্ণের নিচে ‘যের’ ব্যবহার করলে ঐ অক্ষরটি কী ধৰণি উৎপন্ন করে এ পাঠে তা শিখানো হচ্ছে।

(নোট- উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রথমে ‘যবর’ ব্যবহারের বদলে এখানে ‘যের’ ব্যবহার করা হয়েছে)।

بْ (‘বা’ এর নিচে যের) দিলে উচ্চারণ হবে ‘বি’, تْ (‘তা’ এর নিচে যের) দিলে উচ্চারণ হবে ‘তি’ لْ (‘লাম’ এর নিচে যের) দিলে উচ্চারণ হবে ‘লি’, وْ (‘ওয়াও’ এর নিচে যের) দিলে উচ্চারণ হবে ‘ওয়ি’/‘ভি’

এখানে কোন বর্ণই আসল নামে উচ্চারিত হয় নি। পূর্বের ন্যায় শিক্ষার্থীকে প্রবাহ রক্ষা করে পড়তে হবে।

بِ تِ ثِ حِ رِ زِ فِ يِ
جِ سِ شِ مِ دِ ذِ قِ لِ كِ
صِ ضِ وِ طِ ظِ نِ عِ غِ عِ

৬ষ্ঠ পাঠ

যখন কোন বর্ণের ওপরে — (যবর) ব্যবহৃত হয় তখন বর্ণটি কী ধৰণি প্রকাশ করে এ পাঠে শিক্ষার্থীকে তা শিখানো হচ্ছে। দৃষ্টান্ত بْ (বা+যবর)-কে পড়তে হবে ‘বা’, (জীম+যবর)-কে جْ পড়তে হবে ‘জা’, وْ (ওয়াও এর ওপরে যবর দিলে উচ্চারণ হবে ‘ওয়া’/‘ভা’)

(টিকা: কতক ধৰণি বর্ণের নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেমন :-

بْ ‘বা’, تْ ‘তা’ (ইত্যাদি)

بَ تَ ثَ حَ رَ زَ فَ يَ
جَ سَ شَ مَ دَ ذَ قَ لَ كَ

ص ض و ط ظ ن ع غ ء

ধম পাঠ

যখন কোন বর্ণের ওপরে ২ (পেশ) ব্যবহৃত হয় তখন বর্ণটি কী ধরনি প্রকাশ করে এ পাঠে শিক্ষার্থীকে তা শিখানো হচ্ছে। দ্রষ্টান্ত-**ব** (বা+পেশ)-কে পড়তে হবে ‘বু’, **হ** (হা + পেশ)-কে পড়তে হবে ‘হু’ **ঁ** (হাম্যা+ পেশ)-কে পড়তে হবে ‘উ’

ب	ت	ث	ح	ز	ف	ي
ج	স	শ	ম	د	ق	ل
ص	ض	و	ط	ظ	ন	ع
خ	غ	ء				

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পাঠায়ের মিশ্র অনুশীলনী

ب						
ت						
ث						
ح						
خ						
ر	ز	ز	ز	ز	ز	ز

زِ زُ زَ زْ زِهِ هُ هَ هِهِ
فِ فُ فَ فْ فِي يِيُ
يِيُ يِيُ يِيُ يِيُ
سِ سَ سُ سِمِ مِمِهِ
مِمِ مِمِ شِشِ شِشِ شِشِ
دِ دُ دَ دْ دِذِ ذِذِ ذِذِ ذِذِ
لِ لُ لَ لْ لِقِ قِ
قِ قَ كِ كُ كِ كِ كِ
وِ وُ وَ وْ وِعِ عِ عِ عِ عِ
غِ غِ غِ غِ غِ آِ آِ آِ آِ
طِ طِ طِ طِ ظِ ظِ ظِ ظِ ظِ

ض ص ص ص ص ص
 ضِضِضِضِضِضِضِ
 نِنِنِنِنِنِنِ

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପାଠସମୂହର ମିଶ୍ର ଅନୁଶୀଳନୀ

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ:- **بِه** (ବା+ଯେର ଓ ହା+ଯେର)-କେ ପଡ଼ିବାରେ ‘ବିହି’ । **جَأ** (ଜୀମ+ଯବର ଓ ଆଲିଫ+ଯରବ)-କେ ପଡ଼ିବାରେ ‘ଜାଆ’ । **لِي** (ଲାମ+ଯେର ଓ ଇଯା+ପେଶ)-କେ ପଡ଼ିବାରେ ‘ଲିଯୁ’ ।

بِه	بَه	بُه	بَه	بَه
تُزِ	تَرْ	تِرَ	فُرِ	فَرْ
خَة	خُة	خِة	خِي	خِي
ثَه	ثُحِ	ثُطِ	هِطِ	هَطِ
يَظِ	يُظِ	مِدِ	مَدِ	مَة
جَأ	جِأ	خِأ	لِذِ	لَذِ
سِس	سِس	سِجْ	سِجْ	سِجْ
حُو	حَو	طَغِ	طِغِ	طُرِ

صُقَّ صَقِّ صُقْ ضَكْ ضَكِّ ضَكَ
عُفِّ عِفْ عَفَ غَنَ غِنْ غُنِّ

شِعِ شِعَ شَعَ ظَغَ ظِغَ ظُغِّ هُمِ
هِمْ هَمَ قَلَ قِلَ كُفِّ كِتْ

كِمْ كِنَ كُلِّ كَلَ كَأَ كِأُ
لَأْ لَدَ ئَلِّ ئُبَ بِلَ بَبِ

بَثِ تِثُ جُثَ حَتِ خِتُ سُتَّ
شَةِ ثِةُ سُةَ عِصَ غِصُ فُصِّ

قِضُ كُضِ لِضَ هُوَ هِمْ مَهُ تِهَ
هَةِ لِهَ لَهَ آهَ كِيَ يَكُ تِيَ نِيَ

فِي لِيَ بِيَ بِيَ قَوَ خُجَا إِخْ لَخِ
إِوْ كِوَ سُبَ حِتَ جَثَ إِدْ لِدَ

أَبْ تِثْ جُهْ دَذْ خِسْ رَوْ شُمْ
زِهْ صُنْ وَلْ فِطْ قُظْ ضَعَ يُغْ

وَذْ مُذْ دَأْ نِذْ نِا لَرْ تِا يَا
لِلْ سُا لِسْ فَا لُفْ آفْ لَكْ

رُزْ زِرْ عُصْ غِرْ لِوْ كَطْ ظَا
وَءْ ئِقْ آمْ قَا لَا لِلْ لَأْ كِيلْ

فَعَلْ فِعِيلْ فُعُلْ فَعَلْ فِعِيلْ فُعَلْ
فَتَحَّةْ خَلَقْ نَصَرْ كَتَبْ بَلَغْ كَشَفْ

إِبْلِيزْ سِلِيمْ صُحْفْ رُسْلُ عُمْرْ
سَمِعَةْ جُمَعَةْ مَعَكْ إِرَمْ نِفَخَةْ سَجَدَةْ

تَجِدْ وَجَدْ نُبِذْ مَلَأْ يَهَبْ نَزَلْ
مَئِذْ ئِكْهَةْ عَرَضْ بَلَدِيْهَةْ أَمَرْ حَمِدَةْ

مَكْث حَمَة بَطَل مَنَة ئَمَة نُمَر
سَنَة قُتِل نَعِدْ ثُلَّت بَشَرْ بَصَرْ

نَذَر سَكَن تَسَق شَفَق خَرَّة وَلَدِ
قَلَمِ مَلَاد لِلَّا لِكَا نُكَا كِلَا كِيلِ

صَهَدَ عَاهَدَ لَهَبَ نَبَا سَبَا لَبَثَ
حَلَبَ قَنَا لَعِبَ لَتِا لِشَا وَهَبَ

خَشِيَ رَضِيَ سَالَ رَحِمَ ذَكَرَ نَظَرَ
بَرِيقَ حَطَبَ عَبَسَ سُطِّعَ مَلِكَ صَلَعَ

أَبْتِثْ جِحْ دِزَرْ زُسْ شِصْ
ضِطْطِعْ غِفْ قِكْ لِمِنْ دُهَءِيْ
إِبْتُثْ جَحْ دِزِرْ زِسْ شُصْ
ضِطْطِعْ غِفْ قِكْ لَمِنْ دُهَءِيْ
أَبْتَثْ جِحْ دِزِرْ زِسْ شِصْ

ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن و ح ئ ي

৮ম পাঠ

— (জ্যম বা সাকিন) একটি নতুন চিহ্ন। নিম্নোক্ত অনুশীলনীতে শিক্ষার্থীকে এ চিহ্নটির সাথে পরিচিত হতে হবে।

— — — — — — — —
 ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

৯ম পাঠ

যবর, যের অথবা পেশ যুক্ত একটি বর্ণের উচ্চারণ লেখার পর এ উচ্চারণ পরবর্তী জ্যমযুক্ত বর্ণের সাথে কীভাবে মিলিত হয় শিক্ষার্থী এখন তা শিখবে।

দৃষ্টান্ত :- آب (আলিফ বা যবর)-কে পড়তে হবে ‘আব’। جد (জীম দাল যবর)-কে পড়তে হবে ‘জাদ’।

آب خ خَب آب لَب سَب خَب	<hr/> شَب دَب طَب لَم سَم شَم دَم ذَم عَم عَذْدَقْدَل
جَد جَنْ طَنْ حَنْ حَجَّ	

فَجْ جَجْ مَجْ مَقْ ثَقْ فَقْ
بَقْ بَلْ مَلْ تَلْ كَلْ كَرْ
بَرْ نَرْ جَرْ جَثْ حَثْ مَثْ
مَهْ سَهْ بَهْ تَهْ تَثْ هَثْ
قَثْ فَثْ فَهْ سَهْ شَهْ شَهْ
طَهْ ضَهْ لَهْ لَضْ كَضْ عَضْ
غَضْ غَطْ عَطْ بَطْ بَغْ فَغْ نَغْ
نَعْ بَعْ ظَعْ ظَكْ سَكْ شَكْ
شَفْ صَفْ مَفْ مَظْ جَظْ حَظْ
حَضْ خَضْ خَزْ آزْ رَزْ لَزْ دَزْ
دَزْ قَذْ يَذْ يَشْ هَشْ هَشْ
سَسْ سَدْ خَدْ خَزْ كَزْ يَزْ

جَبْ	جَثْ	جَثْ	حَجْ	حَجْ
حَذْ	حَذْ	خَذْ	خَرْ	بَزْ
<hr/>				
بَشْ	بَضْ	تَضْ	تَطْ	تَظْ
تَغْ	تَغْ	تَفْ	تَقْ	سَقْ
<hr/>				
سَلْ	سَمْ	شَمْ	شَنْ	شَهْ
شَبْ	صَبْ	آبْ	ئَبْ	ئَلْ
<hr/>				
زَنْ	وَنْ	رَنْ	رَلْ	وَلْ
رَدْ	آمْ	دَعْ	ذَغْ	آزْ
<hr/>				
رَبْ	حَقْ	خَطْ	كَفْ	قَذْ
دَمْ	صَفْ	كَلْ	قَطْ	شَقْ
<hr/>				
شَرْبَتْ	+	آذَرْكْ	+	شَلْغَمْ
بَرْتَنْ	+	صَنْدَلْ	+	مَخْمَلْ
<hr/>				

آطَلَسْ + سَرْكَسْ + بَنْدَزْ + مَنْتَزْ
صَفَدَزْ + جَعْفَرْ + دَفْتَرْ + دَعْوَتْ
مَنْجَنْ + مَرْهَمْ + سَرْجَنْ + لَنْدَنْ
دَرْجَنْ + كَمْبِيلْ + خَلْقَتْ + آفَسْرْ

‘যবর’ দ্বারা অনুশীলনের পরে এখন —— ‘যের’ এবং —— ‘পেশ’ দ্বারা অনুশীলন করতে হবে।
 দৃষ্টিভাব : - أَبْ (আলিফ বা যবর)-কে পড়তে হবে ‘আব্’। إِبْ (আলিফ বা যের)-কে পড়তে হবে ‘ইব্’। أُبْ (আলিফ বা পেশ)-কে পড়তে হবে ‘উব্’।

أَبْ إِبْ أُبْ سَبْ سِبْ
جَبْ ٍبْ جُبْ خَتْ خُتْ خِتْ
مَدْ مِدْ مُدْ كَنْ كِنْ مِنْ
مَنْ مِنْ سُنْ سِنْ سِدْ سُدْ أَدْ
حَذْ حُزْ حِزْ حِلْ بِلْ بُلْ بِزْ
تُزْ تُمْ قُمْ قِمْ هِمْ هِجْ هُجْ
طُبْ طِبْ ضِدْ ضُفْ هِفْ هُدْ

هُمْ قُلْ عَدْ سُجْ غُرْ قُذْ فُخْ	
تُهْ بِثْ ظِغْ كِنْ طِغْ زِكْ صِفْ	
ضِهْ إِشْ وِثْ حُبْ ثِطْ دُسْ جِظْ	
ذُقْ ئِزْ أُمْ ئِدْ ئِدْ رِشْ خِذْ	
مَهْ لُضْ يِزْ نِصْ شُرْ حَزْ يِمْ	
أُخْ دَمْ ذِهْ وِهْ رَجْ وَنْ فِشْ	
كِشِيمْ شِيمْ سَرْدَهْ بُرْقَهْ بُلْبُلْ	
هُدْهُدْ تِلْيَزْ مَشْرِقْ مَغْرِبْ	
مَنْزِلْ شَبَنَمْ خَنْدَقْ آنْجَنْ	
مُشْكِلْ كُرْتَهْ قِسْمَتْ تَكْيَهْ	
دَرْزَنْ كَتْرَنْ خِدْمَتْ مَسْجِدْ	
قِبْلَهْ بِشَتْرَنْ نِشْتَرْ حِكْمَتْ	

جِهْلُم + سَتْلُجْ + رُهْتَكْ + شِكْرَم
 رُسْتَم + سُزْمَه + مَجِلس + مُمْكِن
فُرْصَت + مِحْنَت + حَضْرَت + بِهْتَز
جَبْ تَكْ + هَمْ سَبْ + بَسْ كَرْ + رُخْصَت

ମିଶା ଅନୁଶୀଳନୀ

مَدَ مَدَ بِنَ بِنَ تُمَ تُمَ وُهَ
 وُهَ پِهِ پِهِ جِلَ جِلَ لَثَ لَثَ
 سُبَ سُبَ لِمَ حَذَ فُغِ مِغَ كُلِ
 كُلَ ئَنَ ئَنَ شِبَ لَثُ تِلَ يُنَ
 بَمَ سَقُ مِمَ لَأُ لَأُ أُذَ لَأِ لِرِ
لَقَذْ فَقَذْ قَلَمْ كَرَمْ عَجَبْ
حَسَدْ حَسَدْ حَسَدْ حَسَدْ بَدَنْ
بَدَنْ بِدُنْ بِدُنْ خَبَزْ خُبِزْ

جِفْنَ	جَفْنَ	وَزْنُ	وَزْنُ	خِبْرُ
سَرَدٌ	سَرَدٌ	بَعْدُ	بَعْدُ	حَمْدٌ
مُسْتَ	قَدَمٌ	قَدَمٌ	قَدَمٌ	سَرَدٌ
رِزْقٌ	أُدْعَ	عِلْمٍ	إِثْمٍ	إِهْدٌ
سَمْعٍ	لِمَنْ	نَحْنُ	فَهُمْ	مُلْكٌ
لَهُمْ	يَكْذِ	تَخْفٌ	أَرْضٌ	يَلِدٌ
رَزْقٌ	يُفْسِ	أَظْلَ	بِهِمْ	عِجْلَ
نَسْتَ	حُرْمَ	سَبْعَةَ	خَتَمَ	حِجَّةٌ
فُتْحَةَ	شِيَةَ	فَقْلٌ	عَبْدٌ	فُتْحَةَ
فَهِيَ	رَبَّةَ حَرْثَ	رَبِّةَ حَرْثَ	بَعْضُ	فَزِدٌ
أَنْفُسَ	تُنذِرُ	أَنذَرَ	أَنذَرَ	أَخْرَجَ
جَعَلْتَ	خَرَجَنَ	فَعَلْنَ	مِنْهُمْ	جَعَلْتَ

أَظْلَمَ يَخْسِبُ أَنْزَلَ يُرْسِلَ سَمِعْتُ مَعْلُمٌ أَنْتُمْ أُسْكُنْ

الْحَمْدُ + آنِعَمْتَ + سَمِعِهِمْ + عَلِمْتُمْ
فَأَخْرَجَ + لِتَفْتَرِيَ + ظَلَمْتُمْ + آخَرْقَتَ
آلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ + سَنْقُرْئُكَ

୧୦ମ ପାଠ

ଆରବୀ ବର୍ଣମାଲାର ମଧ୍ୟେ ୩୭ ଶ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଆଛେ । ଏଗୁଳୋ ହଲୋ :-

| (আলিফ), ৬ (ওয়াও) এবং ৭ (ইয়া)। বাকীগুলো হলো ব্যঞ্জনবর্ণ। একটি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যদি ৮ (ঘবর), ৯ (ঘের), ১০ (পেশ) স্বরচিহ্ন থাকে এবং এরপর যদি একটি স্বরবর্ণ থাকে, আলিফ চিহ্নবিহীন এবং ১১ ও ১২ (জ্যম) চিহ্নযুক্ত, তাহলে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ কিছুটা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

দৃষ্টান্ত ৪- **ବୁ** (ବା ଆଲିଫ ଯବର)-କେ ପଡ଼ିତେ ହବେ ‘ବା’ (‘ବା’ କେ ଦୀର୍ଘ କରେ ପଡ଼ିତେ ହବେ) ଓ **ବୁ** (ବା ଓୟାଓ ପେଶ)-କେ ପଡ଼ିତେ ହବେ ‘ବୁ’ ଏବଂ **ବି** (ବା ଇଯା ଯେର)-କେ ପଡ଼ିତେ ହବେ ‘ବି’ ।

بَ	بَا	تَا	ثَا	جَا	حَا	خَا	دَا	ذَا
بُؤْ	تُؤْ	ثُؤْ	جُؤْ	حُؤْ	خُؤْ	دُؤْ	ذُؤْ	رُؤْ
بِيْ	تِيْ	ثِيْ	جِيْ	حِيْ	خِيْ	دِيْ	ذِيْ	يِيْ
بَا	بِيْ	تِيْ	ثِيْ	جِيْ	حِيْ	خِيْ	دِيْ	ذِيْ

جُو جَا جِنِي حَانِي حَوْ خُونِي خَا
 دَا دُو دِينِي ذِينِي ذَا ذُو رُو رِينِي رَا
 زَا زُو زِينِي سِينِي سَا سُو شُونِي شَا شِينِي
 صِينِي صُونِي صَا ضِينِي ضُونِي طُونِي طَا
 ظَا ظُونِي عِينِي عُونِي عَا غُونِي غَا غِينِي
 فِينِي فَا فُونِي قُونِي قِينِي كِينِي كَا كُونِي لُونِي
 لِينِي لَا مَا مُونِي مِينِي نُونِي نَا وُونِي وَا وِينِي
 وِينِي هِينِي هَا هُونِي عُونِي عَا ئِينِي يِينِي يَا يُونِي
 آو بِئِي تُونِي ثُونِي ثِينِي جِينِي جَا جِونِي
 حِينِي حُونِي خُونِي دِينِي دُونِي دَا دِونِي زِينِي زَا زِونِي
 رُونِي رَا رِونِي زِينِي زَا زُونِي زُونِي سُونِي سَا سِونِي فِونِي فَا فُونِي

لَوْ لَأَيْ لَيْ لَوْ جُوْ جَنِي جَوْ جِنِي جَا
هَنِي هَوْ عَوْ عَنِي غَوْ كَوْ كَنِي مَنِي مَوْ

মিশ্র অনুশীলনী

دَادَا + دَادِيْ	+ نَانَا + نَانِي	+ جَالَا + جَانِي
بَالَا + بَالِي	+ كَالَا + كَانِي	+ جُوتَا + جُوتِي
<hr/>		
نَانِي + خَالِي	+ خَالُو + تَائِي	+ دَائِي + مَائِي
بَاجِي + لَائِي	+ بُورَا + مُورِي	+ رَائِي + نَائِي
<hr/>		
خَاكِي + رُؤِي	+ شَادِي + سُوئِي	+ بَونَا + دُونَا
بِيُويْ	+ شِيشِي	+ مَيِّنَا + كَيِّرِي

যবরের উচ্চারণ আলিফের মত দীর্ঘ নয়

দৃষ্টান্ত :- দ্বা (আলিফ যবর + বা যবর আলিফ) পড়তে হবে আবা ‘আ’-কে দীর্ঘ করে পড়তে হবে না ‘বা’-কে দীর্ঘ করতে হবে। قَالْ (ক্লাফ আলিফ যবর+লাম যবর) পড়তে হবে ক্লালা (‘ক্লা’-কে দীর্ঘ করে পড়তে হবে ‘লা’-কে দীর্ঘ করবে না)।

آبَا + قَالْ + آلَا + زَاد + گَمَا + طَال + إِذَا	
جَادَ + بَالَ + بَلَا + كَانَ + فَمَا + يَكَا + دَارَ	
<hr/>	
سَوْفَ + نُوْحُ + حَوْلَ + دُونَ + فَوْزُ	

أُوتَ + آيْنَ + قِيلَ + بَيْنَ + فِيهِ
كَيْفَ + ضَيْفَ + قَوْمَ + رَيْبَ + فَوْقَ

دِينِ رِيْهَ رُؤُّهُ حَالَ غَيْبَ
حَيْثُ يَيْنِ يَيْنَ فَذُو بَنْوَ عَلَيَّ
مُهَا لَفِي يَقُوَّ غِشَا سَعْوَ تَقِيَّ

নিচের শব্দগুলো উর্দু ভাষার। কিন্তু নিয়মকানুনের দিক থেকে এটি আরবী ভাষা থেকে আলাদা নয়।

مُرْغَا + مُرْغِنِي + حَلْوَا + بَزْفِي + جَامِنْ
فِرْنِي + كِشْتِي + كُشْتِي + تِيْتَزْ + كِيْكَزْ

إِمْلِي + هَلْدِي + صُورَتْ + مُورَتْ + تِنْكَا
مَنْكَا + زَيْنَبْ + دِهْلِي + كَاجَلْ + عَوْرَتْ

نَمَكْ + دَهِي + دَرِي + تَوَا + هَوَا + بُلَا
سُلَا + آدَبْ + كَمَرْ + جَلَنْ + دَوَا + بَغَلْ

هِرَن + بَكْرِيٌّ + سَبِّيْرِيٌّ + بَارِش + نَاخْنَ
قُلْفِيٌّ + نَوْكَر + كُرْسِيٌّ + سَوَارِيٌّ + تَرْكَارِيٌّ
خَرْبُوزَة + فَالْوَدَه + خُمَانِيٌّ + مُمَانِيٌّ
آمَرَتْسَرُ + بَنَارَس + دَرْيَا + سَمَنْدَرُ
غُلْ نَگْز + بَاهَرْ جَا + حَجَامَتْ گَرَا +
گَهَافِيٌّ سُنْ + مَلَائِيٌّ لَا + قَلْمَ بَنا + سَبَقُ
سُنَا + سُورَجْ نِكْلَا + سُسْتِيٌّ مَثْ گَزُ +
جَلْدِيٌّ جَا + پِه خَبَرْ غَلَطْ هَيٌ + مُنْشِيٌّ
جِيٌّ كَلْ جَانا + كَاغَذْ مَثْ گَتَرُ + گَبُوتَرُ
دُمْ هِلَا رَهَا هَيٌ + وُهْ دَشْ بَرَسْ كَاهَيٌ +
خُدَا سَبْ كَاهَ مَالِكُ هَيٌ + وُهِيٌ هَمَارَا
رَازِقْ هَيٌ + آبْ تُو دُعَا گَزُ + يَارَبْ هَمَارِيٌّ
مَدَدْ گَزُ + رَحْمَتِ خُدَا نَازِلْ شُدُ + قَلْمَ رَا
بَمَنْ بِدَهُ + كِتَابِ نَوْرَا وَأَكْنَ + حَالَا بِرَوْ
وُضُوْكَرْ مَسْجِدُ جَا + مَامَا سَالَنْ كَيِ رَكَابِيٌّ

لَائِي + هَرْكَارَهُ خَطْ لَايَا + پِه دَسْتَانَهُ
 سُوقِي هَنِي يَا اُونِي + مِضْرِي كَاهْ شَرْبَثُ
 بَنا + دَامَنْ تَزْ مَثُ گَرْ + صَابَنْ مَلْكَرْ
 نَهَا + وَلِي أَحْمَدْ بَهَادْرَهْ هَنِي + أُشْ كَاهْ قَدْ
 بَهْتْ لَمْبَا هَنِي + پِه تَخْتِي گِيسي هَلْكِنِي هَنِي +
 إِشْ رَضَائِي كِي سِلَائِي عَمْدَهُ هَنِي + گِمْرِي
 كَاهْ آشْتَرْ أُودَا هَنِي + صَدْرِي كَاهْبَرَهْ قِرْمِزِي
 هَنِي + مَدَارِي مُزْلِي بَجَاهَا هَنِي + مَغْرِبِي
 كِي طَرف بَادْلُ بَرْشَ رَهَا هَنِي + جَنْوَرِي
 كَاهْ مَهِينَهُ هَنِي سَرْدِي بَهْتْ هَنِي + سَارِي
 جَمَاعَتْ حَاضِرْ هَنِي + پِه عَرَبِي كَاهْ
 قَاعِدَهُ هَنِي عِبَارَتْ أُزْدُو كِي هَنِي آهَا هَا +

قُلُوبُ + نَسْوَهُ + آعُوذُ + يَقُولُ

يُوْسَف	أُوتِي	أُوتِي	نُخْفِي	+ أُوتِي
أُمْلِي	تَجْرِي	تَجْرِي	يَكُونُ	+ بَيْنِي
تَفْوُرٌ	فَرَاغٌ	فَرَاغٌ	يَدِيهِ	+ مَكَانٌ
صُدُورٍ	تَهْوِي	تَهْوِي	إِلَيْكَ	+ أُوحِيٌّ
<hr/>				
تَبْتَغِي	عَلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ	بَيْنَكُمْ	+ لِيُضِيئَّ
آبَوِيْهِ	زَوْجِيْهِ	زَوْجِيْهِ	نُوْجِيْهِ	+ تَبْعَذِي
نُورُهُمْ	مَوْعِدٍ	مَوْعِدٍ	يَلْوُونَ	+ تَدْعُونَ
<hr/>				
مَغْضُوبٍ	سَمِعْنَا	سَمِعْنَا	تَحْيَوْنَ	+ فِرْعَوْنُ
صَالِحُونَ	فَسِيْنِغَضُونَ	فَسِيْنِغَضُونَ	رَازِقِيْنَ	+ رَازِقِيْنَ
<hr/>				
يَسْتَوْفُونَ	تَرَوَّهُمْ	تَرَوَّهُمْ	يُفْسِدُونَ	+ يُفْسِدُونَ
لِلْخُرُوجِ	آثَخَنْتُمُوهُمْ	آثَخَنْتُمُوهُمْ	يَهْجَعُونَ	+ يَهْجَعُونَ
حُسَنَيْنِ	أَفَعَيْنَا	أَفَعَيْنَا	بِيْنَا	+ بِيْنَا
يَسَّمُونَ	رُءُوسُ	رُءُوسُ	مُسْتَهْزِءُونَ	+ مُسْتَهْزِءُونَ

يَؤْدُ + يَسْتَعِجِلُونَكَ + يَسْوُمُونَكُمْ
 مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ + سَتَجِدُنِي
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ + قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ
 هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ + فَمَا فَوْقَهَا
 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ + بَيْنَنَا

১০ম পাঠের অংশ বিশেষ

بَا تَا سَا وَا بِءَ جِءَ شِءَ ثُءَ رُءَ

মিশ্র অনুশীলনী

بَا بَا يَا يَا جَأْ جَأْ فَا فَا سَا سَا
 يَا تِيِهِ + يَا ذَنْ + تَأْتُونِي + تَأْوِيلُ + جِئْنَا

بَارِئِكُمْ + آخَذْنَا + قَرَأَتْ + إِمْتَلَّتْ
 بِئْسَ + ءَآقْرَرْتُمْ + يَا فِكْوَنَ + وَأْمَرْ
 رُءَيَاكَ + وَأْتُونِي + يَا مُرْ + تَزْدَادُونَ

টীকা :- শব্দের বিরতি চিহ্নের নিয়ম পরে দেয়া হচ্ছে। আপাততঃ বিরতির নিয়ম পালনের প্রয়োজন নেই।

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسْحَرٍكَ +
إِنْ أَخْسَنْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ
فَلَهَا + بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا +
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا
تُخْرَجُونَ + هَيَّاهَاتٌ هَيَّاهَاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ +
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ + يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ + يَعْتَذِرُونَ
إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ + لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا
يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ + وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ +

وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ + وَ
إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ + فَآخْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ + أَلَيْوَمْ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ +
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ + قَالَ كَمْ لَبِثْتَ +

وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا + وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
 إِذْ يَخْتَصِمُونَ + بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ +
 وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي + لَا تَخْفُ وَلَا تَحْزَنُ +
 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ + وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ +

২য়-৩য় পাঠের পুনরাবৃত্তি

নিম্নে একক বা মিশ্র কতিপয় বর্ণকে বিভিন্ন আকৃতিতে দেখানো হচ্ছে।

ا + د مر گر گر سر + د مذ مذ
 سد + ذ مذ مذ طذ + م م لم لم
 عم سما + ک ک گتب کتب کر لج
 لج فه فخ سخ سخ جحد + بنج ينج بہما
 فهم فرم سرم برم + ي یے یے فی

১১তম পাঠ

তানভীন বা দ্বৈত চিহ্ন

=	=	-	=	=	=	=
=	-	=	=	=	=	=

୧୨୭ମ ପାଠ

নিচে তিন প্রকার দ্বৈত চিহ্ন দেখানো হলো :—

— দু'টি যবর, — দু'টি যের এবং ৬ দু'টি পেশ। শিক্ষার্থীকে নিচের চিহ্নগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে।

উপরোক্ত ঢটি চিহ্নের সাধারণ নাম তানভীন। এ তানভীনত্রয়ের কোন একটি যদি একটি বর্ণের ওপরে বা নিচে ব্যবহৃত হয় তাহলে জ্যমযুক্ত ৳ উচ্চারিত হয়।

দৃষ্টান্ত :- ৫ (দাল দুই ঘবর) ৬ (দাল ঘবর নূন) ‘দান’ ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

‘**দ**’ (দাল দুই পেশ) ‘**দন**’ (দাল পেশ নূন) ‘দুন’ ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

ঢাল দুই যের) **দন** (দাল যের নূন) ‘দিন’ ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

এ উচ্চারণগুলো ৯ম পাঠের অনুরূপ।

دَنْ ڏَّ + دِنْ ڦَّ + دُنْ ڏَّ + تَنْ ڻَّ
تِنْ ڦَّ + تُنْ ڦَّ + دَلْ ڦَّ + تِهْ ڦَّ
هِمْ ڦَّ مِلْ ڦَّ فِيْ ڦَّ حِنْ ڦَّ عِنْ ڦَّ

ମିଶ୍ର ଅନୁଶୀଳନୀ

عَادٌ + غِشَاوَةً + جَهْرَةً + عُمُّي + رَءُوفٌ
كَلْمَحٍ + سَوْعٍ + بَاسِطٌ + عَلِيَّمٌ + بِئْرٌ + شِقَاقٌ
سَمِيَّعٌ + قَرِيبٌ + فَضْلٌ + شَهَادَةً + شَانٌ
فَاكِهَةٌ + بَعْضٌ + قَعِيدٌ + نُسْلِكٌ + بَتَابِعٌ

১৩তম পাঠ

খাড়া এবং উল্টো চিহ্ন

এ ধরণের ৩টি চিহ্ন রয়েছে : খাড়া যবর ।
 খাড়া যের ।
 উল্টো পেশ ।

শিক্ষার্থীকে নিম্নে চিহ্নগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে।

‘	।	।	’	’	।	।
—	—	—	—	—	—	—
।	।	।	।	।	।	।

১৪তম পাঠ

— । খাড়া যবর হলো — (যবর) এবং | (আলিফ)-এর সমান।
 দৃষ্টান্ত :- (তা খাড়া যবর) হলো তা (তা আলিফ)-এর সমান মি (ইয়া খাড়া যবর)
 হলো যা (ইয়া আলিফ)-এর সমান। এভাবে নিম্নেরগুলো পাঠ করঃ

تَأْتِي مَاءْدُوْعَةً قَنْصَاصَا
 دَعَلْ زَرْخَنْكَمْ يَغْطَأْءَ

মিশ্র অনুশীলনী

أَدَمٌ + أَمَنٌ + مَلِكٌ + مَارِبٌ + كِتْبٌ + سَمْوَاتٍ
 هَذَا + أَلْئَنَ + قَلَ + رَزَقْنَهُمْ + صَدِيقَيْنَ
 أَيْتُنَا + أَذْنِيْمُ + لِلْكَفِرِيْنَ + سُبْحَانَكَ
 كَلِمَتٍ + خَلِدُونَ + يَبْنِيْ + قِنْثِتٍ + غُوْيِنَ
 لِيَنِلِفِ + لِإِيْلِفِ قُرِيْشٌ + خَطِيْكُمْ + عَبِدَتٍ

১৫তম পাঠ

— খাড়া যের হলো — (যের), ي (ইয়া) এবং — (জ্যম)-এর সমান।
 দৃষ্টান্ত :- | (আলিফ খাড়া যের) ي | (আলিফ যের ইয়া জ্যম) অর্থাৎ ‘ঈ’ ي (ইয়া খাড়া যের) যী-এর সমান। | (ওয়াও খাড়া যের) এর উচ্চারণ হবে ওয়ী/ভী। এভাবে নিচেরগুলো পাঠ করঃ

إِيْ + هِيْ + يِيْ يِ

মিশ্র অনুশীলনী

بِهِ + فِيهِ + وَقِيلِهِ + الْفِهْمُ + يُخْبِي + يَسْتَحْبِي
 إِبْرَاهِيمَ + تُرَزَّقِنِهِ + نُورِهِ + بَعْدِهِ + بِمُزَحْزِحِهِ

১৬তম পাঠ

— উল্টো পেশ হলো — (পেশ), و (ওয়াও) এবং — (জ্যম)-এর সমান।
 দৃষ্টান্ত :- ٤ (হা উল্টো পেশ) هُو (হা পেশ ওয়াও জ্যম) هু-এর সমান। এভাবে নিচেরগুলো পাঠ করঃ

هُوَةُ + وُوْدُ + عُوْدُ

মিশ্র অনুশীলনী

لَهُ + آمْرَةُ + دَاؤَدُ + تَلْوَنَ + آلْوَانَهُ + آنْزَلَهُ
 كَلِمَتَهُ + سُبْحَنَهُ + مَوْءَدَهُ + وَدْرِي + يَسْتَوْنَ
 حِذْرَاءُ يِيْ يِيْ يِيْ يِيْ يِيْ
 وَءَدْرَاءُ يِيْ يِيْ يِيْ يِيْ يِيْ

১৭তম পাঠ

শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত চিহ্নের সাথে পরিচিত হতে হবেঃ
ছোট মাদ্ ॥ এবং বড় মাদ্ ॥

— । — । — । — । — । — । — । — ।

১৮তম পাঠ

যখন কোন বর্ণের উপর মাদ্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তখন তার ধ্বনি দীর্ঘ হয়। ছোট মাদ্ থেকে বড় মাদ্-এর উচ্চারণ একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়। ছোট মাদ্ ৩ আলিফ ও বড় মাদ্ ৪ আলিফ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় ততটুকু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

দৃষ্টান্তঃ— ৪ হু...., ৫ লা...., ইত্যাদি। এভাবে নিচেরগুলো পাঠ করঃ

يَ لَا سَاءَةِ مِيْ هَاسُوْ فِيْ نِيْ رَأِ

﴿ مিশ্র অনুশীলনী ﴾

آلَا + سَوَاءٌ + أَهْلَهُ + يَسْتَخْرِيْ + بِهَا أَوْدَيْنِ
يَادِمُ + لَهُ إِخْوَةٌ + لِيَسْوَءُ + بَنِي إِسْرَائِيلَ
هَانْتُمُ + يَابِلِيْسُ + أَتَيْنَا أَلَ + فِي آوْلَادِ كُمْ
وَرَثَهُ أَبُوْهُ + نِسَاءٌ + سِئْحَتٍ + بَطَائِنُهَا

১৯তম পাঠ

﴿ চিহ্নবিহীন বর্ণ ﴾

স্বরচিহ্নবিহীন স্বরবর্ণ লেখা হলেও উচ্চারিত হয় না। (কোন বর্ণের উপরে যবরের পর একটি

চিহ্নবিহীন আলিফ এবং তার পরে জ্যম না থাকলে তা অনুচ্চারিত নয়। ১০ম পাঠ
অনুযায়ী এটি উচ্চারিত হয়)।

(টীকা : যদি ب -কে নোকতা বিহীনভাবে লেখা হয় তাহলে তা অনুচ্চারিত বলে গণ্য)।
দৃষ্টান্ত:- فَادْ -এর উচ্চারণ فَ -এর ন্যায় অর্থাৎ (আলিফ) উচ্চারণবিহীন । رِبْ -এর
উচ্চারণ رِبْ -এর ন্যায় অর্থাৎ (ওয়াও) উচ্চারণবিহীন । تِهْ -এর উচ্চারণ تِهْ -এর ন্যায়
অর্থাৎ (ওয়াও) উচ্চারণবিহীন ।

নিম্নের দৃষ্টান্ত সমূহে বাংলায় উচ্চারণ দেখানো হয়েছে :

فَادْ + لَافْ + فَانْ + وَالْ + دُوالْ

যুল্

ওয়াল্

ফান্

লাফ্

ফাদ্

بِالْ + قَالْ + لَيْ + دِيْ + شَامِيْ + جِاهِيْ + وْ

উ

জী

শাস্তি

দা

লা

কান্

বিল্

وَأْ + تُؤْ + ذِي أُوْ + وْنْ + ئِيْ + رِبْوا + مُوا

মু

রিবা

ই

উন্

ঘি

তু'

আ

মিশ্র অনুশীলনী

فَادْعَلَنَا + فَائِنَ + فَانْجَرَثْ + بِالْأَخِرَةِ
رِزْقًا + عَلَى + مَتِي + بَلِي + هُدَى + رَغَدًا + آبِي
شَيْئًا + لِشَامِيْعَ + يَائِئَسُ + وَجِاهِيَّةَ + أُوْيِي
يَذْرُؤُكُمْ + وَالْفَوَادَ + بِسْوَالِ + تُؤْمِنُونَ

يَقُومِ لِمْ تُؤْذُنِي + ذِي اُؤْتِمِ + خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ + أُولَئِكَ + مِائَةً + ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ + تَهْوِي الْأَنْفُسُ + بُرَءَوْا مِنْكُمْ
 أَوْنِزِلَ + إِيتَّائِي + يَسْتَهِزِئُ + صَلُوةً
 بِعَزِيزٍ ذِي اِنْتِقامٍ + كَانُوا + فِي الْأَرْضِ
 زَكُوَةً + فَأَوْا + وَاعْلَمُوا + لَالِ هَوْلَاءَ

টীকা :- কোন লাইনে যদি জ্যমকে প্রথম চিহ্ন হিসেবে দেয়া হয়। তাহলে এটি পূর্ববর্তী লাইনের বর্ণের সাথে যুক্ত বলে ধরতে হবে।

২০তম পাঠ

একটি সূচালু অগ্রভাগ সম্পর্কিত বাঁকা - অথবা - চিহ্নে কোন নোক্তা বা অন্য কোন চিহ্ন ব্যবহৃত না হলে তা অনুচ্ছারিত বলে মনে করতে হবে।

দৃষ্টান্ত:- এর উচ্চারণ ‘নৰাক’-নৰাক ‘নারাকা’-এর অনুরূপ।

نَرَبَكَ + آرَبِني + مِيْكِيلَ + نَجُونِهِمْ + آتَهَا
 بِأَيْدِيهِ + مَثُوَّهُ + مَأْوِهِمْ + آزْدِكُمْ
 هَدِينِي + مَوْلِنَا + آتْقِنْكُمْ + هَوْهُ

টীকা:- শব্দের শেষে বিরতি চিহ্নের নিয়ম পরে দেয়া হচ্ছে। এখানে বিরতির কোন প্রয়োজন নেই।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا أَلَّ

فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ + وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
ا شَتَرَهُ مَا لَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ + وَلَبِئْسَ مَا
شَرَّوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ كَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ + وَقَالَ
أُولَئِمْ لَا خَرَبُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ
فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
قَالَ لَا تُؤَاخِذنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُزْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي
عَسْرًا + خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ
الْجِهِيلِينَ + وَآذُ حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ + وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ
فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرُكَ وَالْهَمَّاتَكَ + وَقِيلَ يَا زُضْ ابْلَعِي مَاءَكَ
وَيَسْمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ +
لَا تَقْصُضْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالَّكَ كَيْدًا +
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ + وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ
بِعِلْمٍ + إِذْ هَبُوا بِقَمِيْصِيْ هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِ
أَيِّنِ يَأْتِ بَصِيرًا + وَأَتُؤْنِي بِاَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ + وَ
لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ + وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ

بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لِبَثَ أَنْ جَاءَ
 بِعِجْلٍ حَنِيْذٌ + إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَ
 أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ آثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا +
 وَإِنْ طَائِفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا
 بَيْنَهُمَا + هَذَا عَطَاءٌ نَّا فَامْنُنَ آوَآمِسْك بِغَيْرِ حِسَابٍ

২১তম পাঠ

শাদ বা তাশ্দীদ

নিম্নে শিক্ষার্থীকে শাদ ং -এর সাথে পরিচিত হতে বলা হচ্ছে :

ং = ্ ঁ ং ঁ — ং — ং
ି ୟ ’ — ୟ ି ି ୟ ି =

২২তম পাঠ

ং শাদ বলতে একটি বর্ণের দ্বিতীয় অথচ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণকে বুঝায়।

দৃষ্টান্তঃ- এর উচ্চারণ ‘আবা’- আব-ং- এর উচ্চারণ ‘আব-বা’ নয়। ং-এর উচ্চারণ (হিল্লি) ও ି-এর উচ্চারণ ং-আফফু (আফফু)

তাশ্দীদ এর ওপর জোর দিয়ে সমস্তটাই এক টানে পড়তে হবে।

শ	ং	জ	ঁ	স	ঁ	ব	ି	ି	ି
শ	ং	ং	ঁ	ঁ	ঁ	ব	ି	ି	ି
শ	ং	ং	ঁ	ঁ	ঁ	ব	ି	ି	ି

آَبَ إِبْ أُبْ جُبَ جَبَ جَبَ سِبَ
 سُبَ سَبَ دَبَ دُبَ دِبَ شِبَ شَبَ
 آَبَ جَبَ دَبَ سَبَ جَبَ دَبَ
 إِبَ جَبَ دِبَ جِبَ سِبَ سُبَ
 جِبَ دُبَ أَبَ شِبَ شِبَ شَبَ

مَدَ مَدَ مَدَ مَدَ مَدَ مَدَ
 جَسَ جَسَ جُسَ جِسَ هِنَ هِنَ هُنَ
 هِنَ هَمَ هَمَ هُمَ هُلَ جُلَ فَرَ بَرَ

جَلَ ظَنَ عَلَ آَنَ سَبَ يَنَ وَلَ هَثَ آَرَ
 آَمَ آَفَ إِفَ أُسَ أُمَ يَمَ يَتَ وَتَ ثَمَ

لَمَ مُصَ صَلَ نَبَ مَعَ مَنَ مُتَ حَجَ

حَقَ رَبَ جَزَ جُزَ تُرَ تِرَ حَظَ حَظَ صَدَ

صَدَ كَذَ كُذَ كُلَ يَمَ يَمَ آَفَ إَلَ بَشَ

ذَمَ إَنَ كَمَ لَلَ نِرَ نِصَ هِرَ طَلَ دَلَ آَمَ

مِمَ مَلَ نَسَ سَنَ دَمَ شَهَ فَعَ لَغَ عَلَ

عَلَمَ + لَعَلَّ + فَصَلٌ + يُحِبُّ + سَبَّهُ + هَلْمَهُ
 نَبَّا + رَبُّكَ + إِنَّمَا + كَانَ + لِكْلٌ + ظَنْكُمْ
 كُلْمَنْ + رَبَّنَا + إِنَّنَا + فُصِّلَتْ + يُذَبِّحُونَ

سُعِرَتْ + تَكُونَنَ + وَلَا غُوَيْنَمْ
 يَتَخَبَّطُ + لِيُمَحِّصُ + فَلَنُوَلِيَّنَكَ + قَدَّارَ
 كَذَّبَتْ + صَدَّاقَ + فَسَنْيَسِرُهَ + مُتَكِّئِينَ
 تَنَفَّسَ + لَتَنَبَّئَنَمْ + لِيُطَهَّرَ + يَمْدَهُمْ
 فَلَنْخَيَّنَهَ + نُزَّلَ + حُرَّمَ + حُجَّةَ + رَبِّيْمَ

শ্বরবর্ণে ব্যবহৃত শব্দ

উপরে বর্ণিত একই নিয়ম এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দৃষ্টান্তঃ:- ওঁ-এর উচ্চারণ ‘আওওয়া’

آ	ء	ء	ء	ء	ء	ء		
أَوْ	بَوْ	تَوْ	تِوْ	ثَوْ	جَوْ	جُوْ	حَوْ	خَوْ
دَوْ	دِوْ	دُوْ	دَوْ	ذَوْ	رَوْ	رِوْ	رَوِ	
زَوِ	سَوِ	سُوْ	شَوِ	صَوِ	ضَوِ	عَوِ	وَوِ	مَوِ
<hr/>								
آيَ	آيِ	آمَيَ	بَيَ	تَيَ	تِيَ	ثَيَ	جَيَ	جِيَ

حَيَّ حَيَّ حَيِّ سَيِّ دَيِّ سُيِّ دَيِّ ذَيِّ
قَيِّ بَيِّ لَيِّ رَيِّ طَيِّ زَيِّ زُيِّ مِيِّ صَيِّ

صَوِّ اِيَّ شَوَّ مَيِّ دَوَّ نِيَّ تُوَّ نِيَّ رَوَّ
بَيِّ لَوَّ حَيَّ بَوَّ رُيَّ اَمِيُّ قُوَّ فَوَّ غَيِّ كُوَّ هَيِّ زُوَّ
مُبَيِّنٍ + مِنْ قُوَّةٍ + ثَيِّبَتٍ + يُزَوِّجْهُمْ + اَيُّهَا
نُسُوَّمِي + سَوَّل + سَيِّاتِه + ثُوَّب + يَتَخَيَّرُونَ
كُورَث + زُوَّجَت + سُيَّر + زِينَ + لَدَيِّ + آوَّل

২৩তম পাঠ

১৯তম পাঠের ন্যায় স্বরচিহ্নবিহীন বর্ণগুলো উচ্চারণবিহীন।
দৃষ্টান্ত :- এর উচ্চারণ (ওয়াল্লা), (নাল্স) - ওল - (নেশ) (নাস্স) ইত্যাদি।

وَالَّ + نَالْسُ + هَالَّ + مُواالصَّ + گَالِدِ
هَالِنَّ + نَالِرِ + وَالِزَّ + وُنَّ + فِي السَّ +
وَالِذِّيْنَ + يَأْيُهَا الِذِّيْنَ + أَمَنَ السَّفَهَاءُ +
أَقِيْمُوا الصَّلَوةَ + گَالِدَهَانِ + يَأْيُهَا النَّبِيِّ

مِنَ الرَّبِّوَا + اتُوا الزَّكُوَةَ + فِي السَّمَوَاتِ
 لِلذِّكْرِ + وَاتَّبِعُوا الشَّهُوَتِ لَتُنَبَّئُنَّ +

২৪তম পাঠ

তানভীনসহ তাশ্দীদ

এটি তিন প্রকারের $\overline{\overline{}}^{\prime \prime}$, $\overline{\overline{}}^{\prime \prime}$, $\overline{\overline{\overline{}}^{\prime \prime}}$

দৃষ্টান্তঃ- উচ্চারিত হবে **صِرْن** (সির্রান)

উচ্চারিত হবে **صِرْن** (সির্রন)

উচ্চারিত হবে **صِرْن** (সির্রিন)

বর্ণগুলোকে এক টানে পড়তে হবে। যেমন **صِرْن** (সির্রিন) সির-রিন নয়।

মিশ্র অনুশীলনী

দৃষ্টান্তঃ- (মারজুওয়ান) শেষ অক্ষরটি উচ্চারণবিহীন। এভাবে পড়ে যাও।

صِرْ + **حَظٌ** + **ظِلٌ** + **رَبٌ** **حَيٌّ** + **فَعٌّ** **جَوٌّ** + **كُلٌّ** **بَرٌّ** **غَمٌّ**

মিশ্র অনুশীলনী

حُبًا + **صَفًا** + **قَوِيًّا** + **مَرْجُوا** + **وَلِيًّا** + **مُكِبًا**

سَوِيًّا + **عُتُلٌ** + **عَدُوٌّ** + **مَدًا** + **صُمٌّ** + **شَقًا**

২৫তম পাঠ

খাড়া যবরসহ তাশ্দীদ

দৃষ্টান্তঃ- **أَلٌ** (আল্লা) শেষ ‘লা’ টি দীর্ঘ করতে হবে। **سُوٌّ** (সাওয়া)

أَلْ أَلْ سُوْ نَظِ لِّهِ عَنْ لَقْ

মিশ্র অনুশীলনী

اللهُ فَسَوْهُمْ + بِلِ الْدَّرَكِ
لَعْنُهُمْ + فَتَلَقَى + سَمْعُونَ + أَكْلُونَ + جَنْتٍ
وَالْذِرِيْتِ + قُلِ اللَّهُمَّ + لِلَّهِ + فَلِلَّهِ + حَتَّى

২৬তম পাঠ

খাড়া যেরসহ তাশ্দীদ

দৃষ্টান্তঃ- بِيْ (বিঙ) ‘বিহ’ নয়। শেষের ‘ই’ টি দীর্ঘ উচ্চারণের। এ পাঠের ওটি দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্যান্য দৃষ্টান্ত ২৭তম পাঠে দেখানো হচ্ছে।

بِيْ بِيْ بِيْ مِيْ نِيْ

২৭তম পাঠ

মিশ্র উচ্চারণসহ তিনটি বর্ণ

দৃষ্টান্তঃ- কে ‘আল্লামা পড়তে হয়।

فِدْنَ كِنْ مَسَّ رَشَّ عَلَمَ

দৃষ্টান্তঃ- يَسِّرْنَا الْقُرْآن (ইয়াস্সারনাল কুরআন)। দীর্ঘ শব্দটির নিম্ন রেখাক্ষিত অর্থাৎ অক্ষরত্রয় কেবল সংমিশ্রণ।

عَلَمْتَنَا + سَخَّرَ الشَّمْسَ + مَسَّتْنُمْ + وَلِكَنْ

الْبِرَّ + فِي الدُّنْيَا + وَالنَّشْلَ + عُلِّمْنَا + فَسِيْحٌ
 أَخْرَتِنِي + صَرَّفْنَا + نِيْتُهُمْ + لِلشَّلْمِ + مِمَّنْ
 وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ + وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
 فَعَالَ رَبَّا ضَنَا رَدَّا خَوَا إِيَّا لَمَّا

টীকা : মধ্যখানে স্বরচিহ্নবিহীন অক্ষর দ্বারা ৩টি অক্ষরের সংমিশ্রণ প্রভাবিত হয় না।
 এগুলো উচ্চারিত হয় না। কিন্তু তাশদীদের পরে চিহ্নবিহীন আলিফ অনুচ্চারিত নয় যদি
 এর পরবর্তী অক্ষরে তাশদীদ না থাকে।

فَعَالٌ + رَبَّانِيْنَ + أَفَاضَ النَّاسُ + ذِكْرِي الدَّارِ
 خَوَانٍ + إِيَّاكَ + أَلَّا خِلَاءُ + تَبَوَّؤُ الدَّارَ + قَهَّارٌ
 كَلَّا + لَوَاهَةً + مِمَّا + سَيَّارٌ + رَزَاقٌ + ضَرَاءَ
 حِبْوُ مُتَّوْ + وَلُوْ بِيُّو نِيُّو آيُو لَوَوْ
 يُحِبُّونَهُ + وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ + حَوَارِيُّونَ
 يَتَوَلَّونَ + نِيُّونَ + لَوَّارُءُوسَهُمْ + آيُوبَ
 رَبَّانِيُّونَ + حُلُوا + فَوَقُكُمُ الطُّورَ + يَظْنُونَ
 صَلِّي مِدَّيِ مَشِّي رُلَّي حُقَّيِ رَبِّي
 مِنَ الْمُصَلِّيِّينَ + يَوْمِ الدِّينِ + فَازَ لَهُمَا الشَّيْطَنُ

مُنْفَكِينَ + وَإِذَا حُبِّيْتُمْ + قَفِينَا + يُرَكِّيْكُمْ

نَصَّدَ وَدُلَّ لِيَلَّ نَسَّيٍ يَذَّكَّر مُطَوِّرٌ

টাকা: এ অনুশীলনীতে শেষ শব্দে পাশাপাশি দু'টি তাশদীদ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

দৃষ্টান্ত: نَصَّدَ (নাস্সাদা) لِيَلَّ (লিয়ুল্লা)

পাশাপাশি দু'টি তাশদীদের আরও দৃষ্টান্ত لَنَصَّدَ قَنْ (লানাস্সাদাকুন্না)

(পরবর্তী অংশ অক্ষরগ্রন্থের সংমিশ্রণ থেকে।

لَنَصَّدَ قَنْ + يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ
وَلِيُّ الَّذِينَ + يَذَّكَّرُونَ + يَا إِيَّاهَا الْمُزَمِّلُ
يَا إِيَّاهَا الْمُدَثِّرُ + ذُرِّيَّةٌ + فَاطَّهَرُوا + يَصْدَقَكَ

إِنَّ لِلَّهِ أُمِّيٌّ وَفَصْ إِلَّا لَّ گَنَّ ظِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ + فِي الْأُمِّيْنَ سَبِيلٌ
يُوفِي الصُّبِرُونَ + إِلَّا لَيْ + لَنْهِلِكَنَّ الظَّلِيمِينَ

২৮তম পাঠ

চার বর্ণের মিশ্র উচ্চারণ

দৃষ্টান্ত: لُطَيْز (লুত্তাইইয়ার)

لُطَيْز + تَرَقُّوا + حِلَّصِي + وَرَزَّا + وَلَنْلَ

টীকা : মাঝখানে (যের, যবর ও পেশ) স্বরচিহ্নবিহীন অক্ষরগুলোর দ্বারা চার বর্ণ বিশিষ্ট মিশ্রণ প্রভাবিত হয় না। এগুলো উচ্চারিত হয় না। কিন্তু যবরের পরে চিহ্নবিহীন আলিফ অনুচ্চারিত নয় যদি পরবর্তী অক্ষরে তাশদীদ না থাকে; যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে।

قَالُوا طَيْرُنَا + شَجَرَتِ الرَّقْوُمِ + مُحِلِّي الصَّيْدِ
 هُوَ الرَّزَاقُ + لَيْوَلْنَ الْأَدْبَارَ + إِنَّ السَّمْعَ
 بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ + وَالرَّبَّانِيُّونَ + أُمِّيُّونَ
 بَغْضُ السَّيَّارَةِ + عِلِّيُّينَ + أَنَا التَّوَابُ الرَّاجِيُّونَ
 مَسَنَّلٌ + زَيْنَسٌ + لَيَمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْهُمْ عَذَابٌ + وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

২৯তম পাঠ

তাশদীদের পূর্বে তানভীন

তানভীনের পরে যদি তাশদীদ থাকে তাহলে তানভীনের উচ্চারণ হবে না। এগুলোর দুটি অবস্থা :-

(ক) যদি ব্যঙ্গের বর্ণের ওপর তানভীন ব্যবহৃত হয় তাহলে তা এক যবর, এক যের এবং এক পেশ এ রূপান্তরিত হয়।

দ্রষ্টান্ত :- (তান্লি)-কে (টেলি) পাঠ করা হয়।

(খ) যদি ‘ই’ ‘ও’ ‘ন’ স্বরবর্ণের ওপরে তাশদীদ ব্যবহৃত হয় তাহলে পূর্ববর্তী তানভীন ‘নুন গুন্ধাহ্’ (নাকে বলা)-তে রূপান্তরিত হয়।

দ্রষ্টান্তঃ- শুঁড়ু-কে ‘তিঁওয়া’ পড়তে হয়। তিন্ওওয়া বা তিওয়া পড়তে হয় না।

পবিত্র কুরআনে নুন গুন্ধাহ্ বহুল ব্যবহার রয়েছে।

ঢাল	তেল	তেল	তেল	তেল	তেল
ঢাল	তেল	তেল	তেল	তেল	তেল

تِلٌّ

رِلٌّ

عَنَّ

عَنَّ

بِمِ

مِمِ

رِمِ

يَوْمَ مُؤْرِي طَيَّ يَيْمُونَ

ମିଶ୍ର ଅନୁଶୀଳନୀ

أَذْلَّ لَهُمْ + وَسَطَا لِتَكُونُوا رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَيْءٌ نُكَرٌ طَلْعٌ نَضِيدٌ
 كَصِيبٌ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ مَمِينٌ أَمْرٌ مَرِيجٌ
 شَيْطَانٌ رَّجِيمٌ جَزَاءً لِمَنْ بُسِقْتٌ لَهَا

جَنْتٌ وَعَيْوَنٌ ذَكْرٌ وَأُنْثٌ خَيْرًا يَرَهُ
 حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ سَاقِطًا يَقُولُوا مُنَادِيَانِي

لَذِكْرِكَ ظُلْمًا وَزُورًا مُبَرَّكٌ لِيَدَبَرُوا
 خَيْرِيَوْفٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ هُدَى وَ
 عَدِنٌ مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ بَنَاءٌ وَغَرَّاً
 آيَامٌ نَحِسَاتٌ لِنُذِيقَهُمْ بَلَوَءٌ امْبِينٌ إِذَالَّ

خَيْرًا مِّنْهُمْ + نُورًا نَهْدِي + ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ
فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ + قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ
أَخْذَهُ رَبِيعَةً + ثَمَرَةٌ رِزْقًا + عَيْنًا يَشَرَبُ
لُؤلُؤَمَكْنُونُ + مَجْنُونٌ وَازْدُجَرَ + حِطَّةٌ تَغْفِرُ

شَرَّا يَرَهُ + وَلِيَّا يَرِثُنِي + فِرَاشًا وَالسَّماءَ
إِلَّا وَلَا ذَمَّةً + قَاصِدًا لَا تَبْعُوكَ + كُلُّ لَهُ
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ + فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ + أَعْجَمِيًّا وَعَرَبِيًّا

غُزْزِي لَوْ + لَحْقٌ مِثْلٌ + رَيْبٌ مِمَّا + خَيْرٌ مِمَّا
رَحْمَةً مِنَّا + وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ + آيَاتٍ تَذَعُوا
لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ + نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا
هَمَّازٌ مَّشَاءٌ + غِلَّا لِلَّذِينَ + لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ

٣٠تم پاٹ

٥٦ٴ بर्गेर سمبیلیت اوچارن

نیمے کرمے کرمے ٥٦ٴ بर्गےر سمبیلیت اوچارن دھنی دئیا ہوئے ہے । سرشنے شدٹکے پڈتے ہوئے دُرِّیٰ یُو (دُرِّیٰ یُو)

+ دُرِّیٰ یُو دُرِّیٰ یُو دُرِّیٰ یُو
+ حَقٌ لِّسَائِل گُوكب دُرِّیٰ یُو قَدْمِن

٣١تم پاٹ

٦٦ٴ بر्गेर سمبیلیت اوچارن

کرمے کرمے ٦٦ٴ بر्गےر سمبیلیت اوچارن رِلْجِیٰ یَغ-کے پڈتے ہوئے رِلْجِیٰ یَغ

رِلْجِیٰ یَغ رِلْجِیٰ یَغ رِلْجِیٰ یَغ
فِي بَحْرِ لِّجِيٰ یَغ شه

ٹیکا : ٣٠تم پاٹ ٦٦ٴ بر्गےر سمبیلیت اوچارنے کے آراؤ دُستاں دیکھانے ہوئے ہے ।
اچھا ڈا کور آن شریفے وہ انجام کو اور ٦٦ٴ بر्गےر اधیک سمبیلیت شد نہیں ।

٣٢تم پاٹ

ایدھماں

(تاشندیدر) پُرے (جیم) یوک کون بُر خاکلے پڈاں سماں اٹکے واد دیتے ہوں । اکے ایدھماں (ایشیا کے دُوئی بُر کے یوک کرنا) والے । جیمے کے پُرے یہ بُر تھا کے تا تاشندیدر ساٹھے یوک ہوں ।

دُستاں:- (کاڈتا)-کے قَدْت (کاٹا) پڈتے ہوں ।

قَدْتَ وَدْتَ إِذْظَّ كُنْ لَّ مِنْ لَّ آن لَّ
 أَلَّ مِلَّ كُلَّ إِظَّ وَتَ قَتَ
 صَوَّ أَوَّ لَّ كُلُّ هَلَّ دَ وَوَّ
 وَوَ هَلَّ لُّ لَّ أَوَّ صَوَّ

টীকাঃ- কিন্তু এমন অবস্থায় ۝ -এর ওপরে যদি জয়ম থাকে এবং তাশদীদ
চিহ্ন স্বরবর্ণের ওপরে থাকে তাহলে ۝ অক্ষরটি বাদ দেয়া হয় না। এটি তখন
নূন গুণাহৰ মত (নাকে) অর্ধ উচ্চারিত হয়।

দৃষ্টান্তঃ- ‘মিওয়া’ পড়তে হয় -‘আন্যু’ -কে ‘আন্যু’ নয় ‘আয়ু’
পড়তে হয়।

عَنْ مَ مَنْ نَ إِنْ مَ مِنْ مَ كَبَمَ
 كَمَ كَمَ مِمَّ إِمَّ مَنَ عَمَّ
 ﴿ مিশ্র অনুশীলনী

قَدْتَبَيْنَ الرَّشْدُ + رَاوَدْتَهُ + إِذْظَّلَمُوا + أَحَطْتُ
 يَكْنُ لَهْنَ + مِنْ لَدْنَكَ + عَصْوَأَوْ كَانُوا + هَلْ لَنَا
 عَفَوْا وَقَالُوا + تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ + أَوْدَا وَنَصْرُوا +

 مِنْ وَرَأَيْهِمْ + مَنْ يَنْشُوُا + لَنْ يَضْرُوا اللَّهَ
 عَنْ مَوَا + مَنْ تَكَثَ + لَنْ يَؤْخِرَ اللَّهَ + مِنْ وَلِيٌّ
 فِي مَعْزِلٍ يَبْنَيَ ازْكَبَ مَعَنَا + آن يَمِدَّ كُمْ

مِنْ يَوْمٍ + مِنْ مَّا إِ + مِنْ وَالِ + مِنْ وَجْدِكُمْ
أَنْ يُخْيِي يَيْهُوْتِي + عَبَدْتُمْ + قُلْ لَا أَسْئِلُكُمْ
لَنْ يَجْعَلَ + مِنْ رُّوحِي + أَنْ لَيْسَ + أَنْ لَا + إِنْ يَأْ

عَبَدْتَ + قُلْ رَبِّ + مَهَدْتُ + إِنْ مَسَهُ الشَّرُّ
مِنْ رَبِّيْمُ + عَجَّلَ لَنَا + بَلِّلَهُ + مِنْ مَذَكَرِي
يُبَيِّنَ لَنَا + مَنْ يَتَبَيَّنُ + يُوَجِّهُهُ + أَمَنَ لَا
يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي + نُطْفَةً مِنْ مَنِيْيِ يُمْنِي

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا + عَنْ مَنْ يَشَاءُ + لَكُمْ مِنْ
مَلْجَاهِ يَوْمَئِيْهُ + مِمَنْ يَنْقَلِبُ + يَا تَيْرِمُ
مِنْ نَبِيِّ + فَهُمْ مِنْ مَغْرِمِ مُثْقَلُونَ +

كَانِ مِنْ نَبِيِّ + مِنْ رَبِّ رَحْمَمُ + عَلَى هُدَى
مِنْ رَبِّيْمُ + مِمَّمَّ + أُمَمِ مِمَنْ مَعَكَ +
مِمْ مِمْ مَمْ مَمْ

لُكْمَمَا + نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَّا إِ مَهِيْنِ + ظِلِّ مِنْ
يَحْمُومِ + لُمَرَّبِلْ + تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

৩৩তম পাঠ

অন্তর্মুখী ও মিশ্রিত মাদ

— মাদের পরে যদি জয়ম যুক্ত বা তাশদীদ যুক্ত বর্ণ থাকে তাহলে মাদ যুক্ত বর্ণটি প্রথমে দীর্ঘ উচ্চারিত হবে এবং পরে পরবর্তী অক্ষরের সাথে যুক্ত হবে :

দৃষ্টান্তঃ—**آل**-এর উচ্চারণ ‘আল’, **هা�م**-এর উচ্চারণ ‘হাম্মা’
رُونِي-এর উচ্চারণ ‘রুন্নী’।

কুরআন মজীদে এ ধরণের বেশ ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং এ পাঠে আরও কতিপয় মিশ্র অনুশীলনী দেয়া হয়েছে।

آل + الْتَّنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ.

إِذْ عَنْ وَابْضَارٍ

মিশ্র অনুশীলনী

**قُلْ إِنَّ الدَّكَرَيْنِ + تَتَبَعَنِ + مُذْهَا مَثِنِ + شَرَّ
الَّدَّوَابِ + غَيْرَ مُضَارِّ + ضَالَّ + كَافَةً + حَاجَةً**

آل + إِلَّهُ + صَفَّتِ + إِلَّ

حَضُورٌ + أَمِينٌ + حَادُّو + مَاسَا + رُونِي

تَحْضُورَ + أَمِينَ + يُحَادِّونَ اللَّهَ + يُوَادِّونَ

آنِ يَسَّمَّاسَا + تَأْمُرَونِي + ضَارِيْنَ + حَافِيْنَ

تِصَاحَّ + حَادَلَ + تِظَانِي + حَاجُونِي
مشق مخلوط
 جَاءَتِ الصَّاحَّةُ + حَادَاللهُ + مَنْ يُشَاقِ اللهَ
 وَالْمُشْرِكُتِ الظَّانِينَ + وَلَا الضَّالِّينَ + آيُهَا
 الضَّالُّونَ + قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللهِ وَقُدْ هَذِنِ

৩৪তম পাঠ

কুরআনে হৃফে মুকাব্বা'আত (শব্দ সংক্ষেপ)

কুরআন মজীদের কতিপয় সূরার প্রারঙ্গে ‘বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম’-এর পর শব্দ সংক্ষেপ রয়েছে। এতে এক বা একাধিক, সর্বোচ্চ ৫টি বর্ণ রয়েছে। এগুলোর উচ্চারণ নিম্নলিখিত নিয়মাবলী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় :

- ১। মাদ্যুক্ত একটি বর্ণ দীর্ঘ উচ্চারণে তার আসল নামে উচ্চারিত হয়।
- ২। খাড়া যবর যুক্ত একটি বর্ণ এর চিহ্ন অনুযায়ী উচ্চারিত হয়।
- ৩। চিহ্ন শূন্য আলিফ এখানে অনুচ্চারিত নয়। এটি আসল নামে উচ্চারিত হয়।
- ৪। তাশদীদ যুক্ত একটি বর্ণ এর পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে সাধারণ নিয়মে মিশ্রিত হয়।

ط	س	ح	ص	ق	ন
ত্বাসীন	ইয়া সীন	হ্বা মীম্	সাদ	কুফ	নূন
الـ	ـيـ	ـكـ	ـعـ	ـطـ	
আলীফ লাম রা	কাফ হা ইয়া ‘আঙ্গৈন সাদ	‘আইন সীন কুফ	ত্বা হা		

الْمَص

আলীফ লাম্ মীম্ সাদ

الْمَر

আলীফ লাম্ মীম্ রা

طَسْم

ত্বা সীম্ মীম্

الْم

আলীফ লাম্ মীম্

৩৫তম পাঠ

নূন কুত্নী

ছোট ছাপায় ‘যের যুক্ত নূন’-কে বলা হয় নূন কুত্নী যা একটি অনুচ্চারিত আলিফের
নিচে ব্যবহৃত হয়। নিয়মানুযায়ী ঐ নূনটি উচ্চারিত হয়। প্রত্যেক দৃষ্টান্তের নিচে বাংলা
উচ্চারণ দেয়া হলো :

شَيْئًا إِتَّخَذَ + نُورٌ إِبْنَةٌ + خَيْرًا لِوَصِيَّةٍ

শায়আনিতাখায়া

নূহ নিবনাহু

খায়রানিল ওয়াসীয়জ্যাতু

৩৬তম পাঠ

ছোট মীম্

যদি ‘বে’ অক্ষরের পূর্বে — জ্যম যুক্ত নূন অথবা তানভীন থাকে এক্ষেত্রে নূনের বদলে
মীম্ উচ্চারিত হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্তঃ:- **يَنْبُوْعًا**- কে ‘ইয়ামবু’আন’ পড়তে হবে (ইয়ানবু’আন নয়)। মীম্ বর্ণটি
তানভীনের ওপরেও লেখা হয়ে থাকে যখন পূর্ববর্তী অক্ষরটি ‘বা’ হয়। এক্ষেত্রেও
তানভীনের নূন উচ্চারণের স্থলে মীম্ উচ্চারিত হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্তঃ:- **نَفْسٌ بِمَا**- কে পড়তে হবে ‘নাফসীম্ বিমা’ কিন্তু ‘নাফসীন বিমা’
নয়।

رَجْمٌ بَعِيدٌ

রাজ’উম বা’য়ীদ

خَيْرٌ أَبْصِيرًا

খাবীরাম্ বাসীরা

نَفْسٌ بِمَا

নাফসীম্ বিমা

يَنْبُوْعًا

ইয়ামবু’আন

৩৭তম পাঠ

বিরতি চিহ্নসমূহ

পরিত্র কুরআনে কতিপয় বিরতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

- = আলামতে আয়াত বা আয়াতের চিহ্ন।
- ؓ = ওয়াকফে লাযেম বা অবশ্য বিরতি চিহ্ন।
- ؔ = ওয়াকফে জায়েয বা ঐচ্ছিক বিরতি চিহ্ন।
- ؖ = ওয়াকফে মুতলাক বা সচরাচর স্বল্প-বিরতি চিহ্ন।

তাছাড়া এরকম কতগুলো মিশ্র চিহ্নও রয়েছে

যেমন: ۶ ۷ ۸

কুরআন মজীদ তেলাওয়াত কালে উপরোক্ত কোন একটি বিরতি চিহ্নের সম্মুখীন হলে বিরতিকঙ্গে নিম্নের নিয়ম কানুনগুলো অনুসরণ করতে হবে:

- ১। শব্দটি জ্যম দ্বারা সমাপ্ত হলে উচ্চারণে কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন ○ ۷ -কে পড়তে হবে ‘কুভ্রিয়াত’।
- ২। ۸ দিয়ে যদি শব্দ শেষ হয় তাহলে পড়তে হবে ۹। যেমন ○ ۸ -কে পড়তে হবে ‘নিসা’।
- ৩। একটি শব্দ এমন একটি চিহ্ন দ্বারা যদি সমাপ্ত হয় যা জ্যম নয় সেক্ষেত্রে এটি জ্যমে রূপান্তরিত হয় যা পরবর্তী বর্ণকে যুক্ত করে।
যেমন:- ۸-কে ‘মালাক’, ۹-কে ‘শুহাদা’ এবং ○ ۱۰-কে ‘গায়রিহ’ পড়তে হবে।
- ৪। শেষের ۸ পরিবর্তিত হয় ۹ (হা জ্যমে) যেমন:- ۹-কে পড়তে হবে ‘কুওয়াহ’।
- ৫। ۱۰ দুই যবরের পরে চিহ্নবিহীন আলিফ থাকলে এটি এক ۱- যবরে রূপান্তরিত হয় এবং আলিফ চিহ্নবিহীন থাকে। যেমন: ۱۰-কে ‘জুয়া’ পড়তে হয়। ○ ۱۱-কে ‘রাক্তীবা’ পড়তে হয়।
- ৬। যদি কোন শব্দ চিহ্নবিহীন আলিফ দ্বারা শেষ হয় এবং এর পূর্বে দুই যবর না থাকে তাহলে বিরতিতে উচ্চারণের কোন ব্যতিক্রম হনে না।
যেমন: ۱۰-কে ‘তাহতাদু’ পড়তে হবে।
- ৭। যদি শব্দ চিহ্নবিহীন ۱ (ইয়া দ্বারা শেষ হয় এবং এর পূর্বে দুই যবর থাকে সেক্ষেত্রে ۱ (ইয়া রূপান্তরিত হবে আলিফে এবং দুই যবরকে এক যবর পড়তে হবে। যেমন: ○ ۱-কে পড়তে হবে ‘যুহু’।
- ৮। যদি শব্দ চিহ্নবিহীন ۱ (ইয়া দ্বারা শেষ হয় এবং এর পূর্বে খাড়া যবর থাকে সেক্ষেত্রে বিরতির উচ্চারণে কোন ব্যতিক্রম হবে না। যেমন: ○ ۱-কে ۱-কে ‘আবা’ পড়তে হবে।

অনুশীলনের জন্যে আরও দ্রষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো :

رُسْلٌ ○ وَالدِّتَّكَ مَغِيرَةٌ ○ لَهَبٌ ○ دَلْوَةٌ ط

রসূল
ওয়ালিদাতিক
গায়রিহ
লাহাব
দালওয়াহ

حَافِظٌ ○ هُوَ ط فَنَسِيٌّ ○ صَدِيقَيْنَ ○ عَظِيمٌ ○

ফাফিয়
হু
ফানাসী
সাদিকীন
'আয়ীম

شَيْءٌ ط فِيهٌ ط شَكُورٌ ○ تَعْلَمُونَ ○ يُنْفِقُونَ ○

ফীহ
শাঙ্গ
ইউনফিকুন
তালামুন
শাকুর

أُمُرُّ ○ شَهَدَاءٌ ط زَوْجٌ ○ ضَلٍّ ○ أَلْبَابٌ ○ شَهَادَةٌ ط

উমুর
আলবাব
যালাল
যাওজান
শুহাদা

عِبَادَةٌ الْعَلَمَوْا ط رَقِيبًا ○ صُحْيٌ ○ مُصَلَّى ○

উলামা
ইবাদিহিল
রাকুবা
যুহু
মূসাল্লা

أَبِي ○ قُوَّةً ط ثَمَنِيَّةٌ ○ كُورَثٌ ○ تَنَهُزٌ ○

আবা
কুভিরাত
সামানিয়াহ
কুত্তওয়াহ
তানহার

فَحَدِّثٌ ○ ذِكْرِيٌّ ○ زَكَرِيَّا ○ قَوَارِيَّا ○ شَانِ

ফাহাদিস্
যিক্রী
যাকারিয়া
কাওয়ারীরা

تَهْتَدُوا ط بَرْقٌ ○ مُلْكٌ مَ لَهْوٌ ط شَانٌ ○

তাহ্তাদু
বার্কু
মুল্ক
লাহু
শান

قِسْطٌ ○ إِيَّاهٌ ط مَثَوَّا يَ ○ فَيْهَنَّ ط جَانٌ ○

ক্ষিস্ত
ইয়ায়
মাসওয়ায়
ফীহিন
জান

نِسَاءٌ ○ جُزَءٌ ط + تَقْهَّةٌ ط + نِدَاءٌ ط + جُزَءٌ ط +

নিসাআ
জুয়া
নিদাআ
জুয়া
তুকাহ

বিরতি চিহ্নসমূহ

কুরআন মজীদে প্রায়ই এই চিহ্নের সমুদ্ধীন হতে হয়। এক্ষেত্রে কেউ বিরত হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। উভয় ইচ্ছাই গ্রহণযোগ্য।

○ -এ চিহ্ন স্থানে না থামলে: এক্ষেত্রে এই চিহ্নকে ॥-এর মত ধরা হয় যার অর্থ থেমে না। না থেমে এর পূর্ববর্তী শব্দকে পরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।

যেমন: **رَحِيمًا** -**وَالْمُحَصِّنُ** -কে রাহীমাওয়াল মৃত্যুসানাতু পড়তে হয়।

○ -এ চিহ্ন স্থানে থামলেঃ এক্ষেত্রে এই চিহ্নকে ○-এর মত ধরা হয়। যাকে আয়াতের চিহ্ন বলা হয় অর্থাৎ এখানে থামতে হবে। কিন্তু এ বিরতি নিম্নে প্রদত্ত তিনটি নিয়ম পালন করতে হবে।

○ চিহ্নের পরে নতুন শব্দ পাঠ শুরু করা প্রসঙ্গে নিম্নে ৩টি পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

১। ○ চিহ্নের পরের শব্দটি যদি **تَা** তাশদীদ দিয়ে শুরু হয় তাহলে তাশদীদ একটি **ل** যবরে রূপান্তরিত হবে যেমন পূর্ববর্তী আয়াতকে পড়তে হবে ‘রাহীমা ওয়াল মৃত্যুসানাতু’

থামা এবং না থামা সম্বলিত আরও দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো:

غَفُورًا رَّحِيمًا **وَالْمُحَصِّنُ** + **كُلْ كَفَارٍ عَنِيهِ**

(১) ‘আনীদিম্বানা’

(২) থামার ক্ষেত্রে রাহীমা ○ ওয়ালমৃত্যু

(১) না থামার ক্ষেত্রে রাহীমাওয়ালমৃত্যু

مَنَاعَ لِلْخَيْرِ + **وْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ** **لِسَعْيِهَا**

(২) নায়েমাহ ○ লিসা ‘ইহা

(১) না’য়িমাতুল্লি সা’ইহা

(২) ‘আনীদ ○ মানা

رَاضِيَةٌ **فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ** **لَا تَشْمَعُ** + **وَلَا يَسْئَلُ**

(২) আ লিয়াহ ○ লা তাসমাউ’ (২) ‘আ লিয়াতিল্লা তাসমা’উ (২) রা যীয়াহ ○ ফী

(১) রা যীয়াতুন ফী

حَمِيمٌ حَمِيمًا **يُبَصِّرُونَهُمْ** + **إِلَّا قَلِيلًا** **نِصْفَهُ**

(২) কালীলা ○ নিস

(১) কালীলান্নিস

(২) হামীমা ○ ইউবাস্সার

(১) হামীমা ইউবাস্সার

২। ○ চিহ্নের পর শব্দ যদি চিহ্নবিহীন আলিফ ও লাম দ্বারা শুরু হয় অথবা এটি নূন কৃত্নী এবং একটা আলিফ দ্বারা শুরু হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নূন কৃত্নী বাদ দিয়ে শুধু আলিফ দ্বারা শুরু হবে, এস্থলে ৩নং নিয়ম দ্রষ্টব্য। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো:

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(২) 'আলামীন ○ আর্রাহ

(১) 'আলামীনার্রাহ

فَلَا أُقِسِّمُ بِالْخَنَّاسِ ○ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ + إِرَةَ ذَاتِ

(২) খুন্নাস ○ আলজাওয়া (১) খুন্নাসিল জাওয়া

الْعِمَادِ ○ الَّتِي + هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ○ الَّذِينَ

(২) মুত্তাফীন ○ আল্লায়ীনা (১) মুত্তাফীনাল্লায়ীনা (২) 'ইমাদ ○ আল্লাতী (১) 'ইমাদিল্লাতী

عَرْضًا ○ إِلَيْهِ الَّذِينَ + خَبِيرًا ○ إِلَيْهِ الَّذِي + يَوْمًا يَجْعَلُ

(২) খাবীরা ○ আল্লায়ী (১) খাবীরানিল্লায়ী (২) আরয়া ○ আল্লায়ীনা (১) আরয়ানিল্লায়ীনা

الْوُلْدَانَ شِيَبَا ○ إِلَيْهِ السَّمَاءُ + مُعْتَدِلٌ مَرِيْبٌ ○ إِلَيْهِ الَّذِي

(২) মুরীব ○ আল্লায়ী (১) মুরীবিনিল্লায়ী (২) শীরা ○ আস্সায়াউ (১) শীবাদিস্সামাউ

৩। ○ চিহ্নের পরে শব্দ যদি স্বরচিহ্নবিহীন আলিফ অথবা নূন কুত্নী দ্বারা শুরু হয় কিন্তু এর পরে কোন লাম না থাকে সেক্ষেত্রে ○ চিহ্নের পর তৃতীয় বর্ণের স্বরচিহ্ন অনুরূপ একটি চিহ্ন দ্বারা শুরু হবে। এ ধরণের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো:

هُرُونَ أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ آزْرِي + يَأْيَتُهَا النَّفْسُ

(২) আখী ○ উশদুদ (১) আখিশদুদ

الْمُطْمَئِنَةُ ○ ازْجِعَيْ إِلَيْ رَبِّكَ + إِنَّ أَبَانَا لَفِي

(২) মুত্মাইন্নাহ ○ ইর্জিঁঙ্গি (১) মুত্মাইন্নাতুর্জিঁঙ্গি

ضَلِيلٌ مُّبِينٌ ○ إِقْتُلُوا يُوسُفَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

(২) মুবীন ○ উক্তুলু (১) মুবীনিনিক্তুলু

نَذِيرٌ مَا زَادُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ

(২) নুফুরা ۝ ইস্তিক্বারান

(১) নুফুরানিস্তিক্বারান

৩৮তম পাঠ

খাড়া যেরের পর যদি কোন চিহ্নিহান বক্রসূচালু অগভাগ চিহ্ন থাকে সেক্ষেত্রে খাড়া যের সাধারণ যের হিসেবে পাঠ করতে হবেঃ

দৃষ্টান্তঃ- مَجْرِهَا - (মাজ্রীহা)-কে পড়তে হবে (মাজ্রিহা) কুরআন মজীদে এ রকমের মাত্র একটি উদাহরণ রয়েছে (সূরা হৃদ: ৪২)

৩৯তম পাঠ

ছোট সীন অথবা নূন

(ক) কখনও স-এর ওপরে ছোট অক্ষরে স থাকে। এক্ষেত্রে যে কোন অক্ষরের উচ্চারণ পাঠ করা বিধেয়ঃ

দৃষ্টান্তঃ- يَبْصُطُ كে يَبْصُطُ পাঠ করা যায়
بَصْطَةً كে بَصْطَةً পাঠ করা যায়
الْمُسَيِّطِرُونَ কে الْمُسَيِّطِرُونَ পাঠ করা যায়
بِمُسَيِّطٍ কে بِمُسَيِّطٍ পাঠ করা যায়

(খ) কখনও কখনও ن (নূন) অক্ষরের ওপরে ছোট ছাপার ۶ (নূন) লেখা থাকে। এগুলোকে আলাদাভাবে দু'টি নূন হিসাবে পাঠ করতে হয়

দৃষ্টান্তঃ- نَسْجِيَ الْمُؤْمِنِينَ (নূনজীল মু'মিনীন) পড়তে হবে।

৪০তম পাঠ

ছোট সীন অথবা নূন

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে চিহ্নিহান আলিফ এবং এর পূর্বে একটি যবর কিন্তু পরে

পরে কোন জ্যম বা তাশদীদ নেই। ১৯তম ও ২৩তম পাঠ অনুযায়ী এ আলিফ উচ্চারণ করা জরুরী। তবে যদি সেই আলিফের পরে জ্যম বা তাশদীদ থাকে তাহলে এটি উচ্চারণ করা হবে না, কিন্তু কুরআনে কোন কোন স্থানে আলিফের পূর্ববর্তী অক্ষরে যবর থাকে এবং পরবর্তী অক্ষরের উপর জ্যম বা তাশদীদ কোনটাই না থাকে তথাপি সেই আলিফকে উচ্চারণ করা হয় না; এসব আলিফকে অতিরিক্ত আলিফ বলে।

দৃষ্টান্ত:- **آفِئِنْ مَّا** -কে পড়তে হবে এরকম ক্ষেত্রে যেখানে আলিফ অতিরিক্ত সেগুলো চিহ্নিত করা আছে।

১। **مَلَئِه** -কে সর্বক্ষেত্রে পাঠ করতে হবে।

أَ -কে সর্বক্ষেত্রে **أَ** পাঠ করতে হবে।

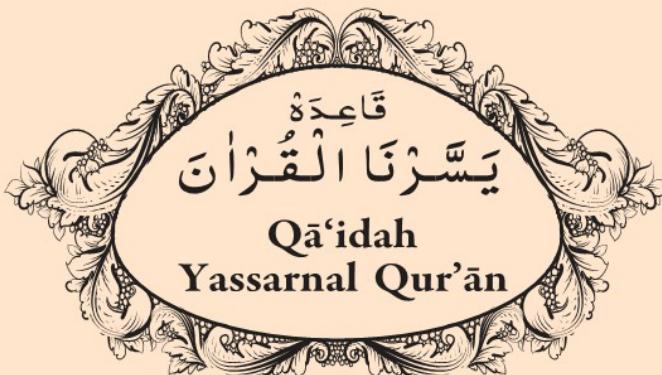
ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ

“...পাঠক কৃত্ক এর মধ্যে কোন সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাবে না, কেননা এর প্রতিটি বিষয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পাদিত। এমনকি কোন কিছু (অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও) যদি বোকা নাও যায়, তবুও তা রদবদল করা যাবে না।...”

পীর মশুর মোহাম্মদ
কাদিয়ান
ভারত



وَلَقُدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كُرِّمُوا
“And, indeed, We have made
the Qur’ān easy to remember.”
(Al-Qamar: 18)



By Pir Monzoor Muhammad

Translated into Bangla by
Mohammad Mutiur Rahman

© Islam International Publications Ltd., U. K.

Eighth reprint in Bangladesh in 2019

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-991-134-0

